তারকা, বিবি ও গোলাম

সুমন কল্যাণ

সিডনী ও পার্থে বাংলাদেশের মিনিপর্দার একদল তারকা আসবে, দুটি শহরে অনুষ্ঠান করবে এবং তারকাদের সাথে নৈশভোজ হবে, ইত্যাদী বিষয় নিয়ে গত কয়েকমাস ধরে সিডনীর কয়েকটি ওয়েবসাইট ও পত্রিকাতে প্রচার গেছে। চলতি মাসের গোড়ার দিকে তারকারা সকলে পার্থে নেমেছে। পার্থ থেকে 'লোকাল স্পন্সর'দল তাদের সাথে বিমান বন্দরে ফুলের তোড়া দিয়ে অর্ভ্যথনা জানানোর 'হাসিমুখ' ছবি সিডনীর প্রচার মাধ্যমগুলোতে ছাপানোর জন্যে পাঠিয়েছে। তারকা দলকে বাংলাদেশী টিভিতে একটি সিরিয়াল নাটকে শ্যুটিং করার জন্যে এনেছে সিডনীর একজন গোলাম। শিল্পীদেরকে দিয়ে অভিনয় করানোর পাশাপাশি কয়েকটি মঞ্চ অনুষ্ঠান করে সামান্য কিছু বাড়তি উপার্জনের জন্যে গোলাম সিদ্ধান্ত নেয়। টি.ভি সিরিয়াল বানানোর নামে গোলাম এর আগেও কয়েকবার এভাবে বাংলাদেশ থেকে শিল্পীদল এনেছিল। দুর্ভাগ্য, গোলামের প্রযোজনার দুটি সিরিয়ালই বাংলাদেশের সর্ব নিকৃষ্ট চ্যানেলগুলোতেও ঠিকমত চলেনি। কয়েক পর্বের পরই টিভি কর্তৃপক্ষ 'পঁচা মাল' বলে বন্ধ করে দেয়। বছর কয়েক আগে গোলামের প্রযোজনা, জন মার্টিনের লিখনে এবং ডটকম আনিসের প্রচারনায় একটি টিভি সিরিয়াল বাংলাদেশের অখ্যাত চ্যানেল বাংলাভিশনেও কয়েক পর্ব চলে বন্ধ হয়ে যায়। সেই লজ্জায় তথাকথিত নাট্যমেধা জন মার্টিন সিডনীর নাট্যাঙ্গান থেকে চীরতরে গা ঢাকা দেয়, এক্কেবারে চুপ-চাপ হয়ে যায়। কিন্তু বাজারে সশব্দে থেকে যায় গোলাম। প্রতিবারই দেশ থেকে শিল্পী আনতে গোলাম একেক্বার স্পন্সর/পার্টনার হওয়ার জন্যে একেক্জনকে 'আছর' করে। যে স্পন্সর/পার্টনারকে এবার ধরলো তাকে সে আগামীবার আর ধরতে সাহস পায়না। প্রতিবারই ব্যবসায়ীকভাবে ব্যর্থ গোলাম তবুও দেশ থেকে শিল্পী আনে, টিভি সিরিয়াল করে। কেন করে? কারনটি সত্যি রহস্যজনক।

গত সপ্তাহে এই দেশী শিল্পীগুলোকে নিয়ে পার্থে একটি ব্যর্থ অনুষ্ঠান করা হয়। ধরা খেয়ে যায় গোলামের প্ররোচনায় অতিউৎসাহী পার্থের দু'জন স্পন্সর। বিশ্বস্তসুত্রে জানা গেছে যে পার্থে অনুষ্ঠানের হল ভাড়াটি পর্যন্ত তারা টিকেট বিকে তুলতে পারেনি। লাভের মধ্যে লোকাল স্পন্সররা এই তারকাদেরকে ছুঁয়ে ধরে দেখেছে, তাদেরকে নিজেদের বাসায় রেখেছে এবং সাথে গা-লাগিয়ে সপরিবারে কিছু ছবিও তোলার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু গোলামের কারণে তারা চীরতরের জন্যে অর্থনৈতিকভাবে ধরা খেয়ে গেল। যথানিয়মে গোলাম আগামীতে ঐ স্পন্সরদ্বয়ের ধারে কাছেও আর কখনো ভিড়বেনা।

উক্ত আধা ডজন তারকা পার্থের অভিযান শেষে সিডনীতেও শ্যুটিং করতে আসে। তারকাদের সকলকে এবাড়ী-ওবাড়ীতে ভাগ-বাটোয়ারা করে লজিং রাখা হয়েছে। তারকাদের তাতেও আপত্তি নেই, অস্ট্রেলিয়াতে আসতে পেরেছে সেটাই ওদের সা-ত জনমের ভাগ্য। তবে নারী তারকারা কার তত্বাবধানে, কার বাড়ীতে থাকবে সেটা বরাবরের মত এবারো কাড়াকাড়ী ও বাড়িবাড়ি পর্যায়ে গিয়েছিল। তারকাদের তিনজন উঠেছেন এমন একটি বাড়ীতে যে বাড়ীটির প্রতিটি রুম আগে থেকেই সাবলেট ভাড়াটিয়াতে ভর্তি। শিল্পীদের জন্যে একজন সাবলেটিকে রাতে কীচেনেও ঘুমাতে হয়েছে। তবুও ঐ সাবলেটি ভাড়াটিয়ার সৌভাগ্য যে একজন টিভি তারকা তার বিছানাতে ঘুমিয়েছিল, বছরের বাকী রাতগুলো বালিশে উপুড় হয়েঘ্রান শুঁকে-শুঁকে তার কেটে যাবে। 'চাঁদ কপাল' আর কাকে বলে!!

গত রবিবার সিডনীর একটি অডিটরিয়ামে ঐ শিল্পীদেরকে মঞ্চস্থ করে গোলাম একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা করেছিল। প্রচার চলেছিল অনেক আগ থেকেই, টিকিটও সেই প্রতিশ্রুতিতে বিক্রি হয়েছিল। কিন্তু মুল অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখা গেল দু'জন তারকা অনুপস্থিত, কারন 'মাল-পানি'র লেনদেন হয়নি, তাই মাহফুজ ও রুমানা অভিমান করে অনুষ্ঠানে আসেনি। মাঝখানে প্রতারিত হলো আগত দর্শক-শ্রোতারা। দুজন শিল্পী কম আসার কারনে দর্শকদের টিকেটের যে পরিমান টাকা ফেরত দেয়ার কথা তা দেয়া হয়নি। ভাগ্যিস অনুষ্ঠানটিতে সর্বসাকুল্যে মাত্র ৩১৩ জন দর্শক-শ্রোতা হয়েছিল। আগত শিল্পীদেরকে দেখিয়ে আরো কিছু বাড়তি কামানোর জন্যে গোলাম একটি রেস্তঁরায় সোমবার (২৩ জানুঃ) একটি নৈশভোজের উদ্যোগ নেয়। পত্রিকায় প্রচার করে মাথাপিছু ৫০ ডলার! সব্বনাশ, সিডনীতে যে বাঙ্গালী গাড়ীর তেল+গীফট খরচ এবং

পেট-ঠিকা খাওয়ার মুল্য হিসেব কষে ভাই/বন্ধুর বাড়ীতেও দাওয়াত খেতে যায়না সেই বাঙ্গালি জনপ্রতি ৫০ ডলার দিয়ে নৈশভোজ করবে!?! স্বপ্নবিলাস আর কাকে বলে? অনেকে বলেন, গোলাম বুদ্ধিমানের কাজ করতো যদি ওয়েবসাইট ও পত্রিকাগুলোতে শিল্পীদের সাথে শুধুমাত্র ছবি তোলার বিজ্ঞাপণ দিত। পুরুষ তারকার সাথে গ্রুপ ছবি তুলতে প্রতি শট্ ১০ ডলার এবং কাঁধে হাত রেখে সিঙ্গেল ছবি তুলতে ২০ ডলার আর নারী তারকার সাথে গ্রুপ ছবি তুলতে প্রতি শট ১৫ ডলার এবং গা ঘেঁষে সিঙ্গেল শট তুলতে ৩০ ডলার, আরো 'ঘনিষ্ঠতা'র জন্যে এক্সট্রা খরচ। পত্রিকায় এধরনের প্রচার দিলে গোলামের ব্যবসায়ীক আকাঙ্খা কিছুটা হলেও পুরন হতো। কারন সিডনীতে বহু পাগল আছে যারা এশ্রেনীর টিভি তারকাদের সাথে ছবি তোলা এবং তাদের ফুট ফরমায়েশ খেটে নিজেকে ধন্য মনে করে।

আগত শিল্পীরা বুঝতে পারে যে ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে বাজারের এক মোড় থেকে আরেক মোড়ে ঘুরিয়ে বানর খেলা দেখানোর মত গোলামও তাদেরকে এঘাটে-ওঘাটে নিয়ে দেখাচ্ছে। বেঁকে বসে সকল শিল্পী, তারা কেউ নৈশভোজে যাবেনা, ভেস্তে গেল নৈশভোজে তারকা দর্শন। প্রচার হয়েছে নৈশভোজ হবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাতিল যে হয়েছে তা আর প্রচার হয়নি। গোলামের মেধাহীনতা, অদুরদর্শীতা ও দর্শক-শ্রোতাদের সাথে প্রতারনার কথা জানা সত্বেও ভাঙ্গাচিম্‌নী ডটকমের আনিস এবং বাঁশতুমি'র আকিদ তাকে উদ্দেশ্যমুলকভাবে প্রমোট করেছে/করছে। অনুষ্ঠানে বিনা-নোটিশে দুজন শিল্পীর অনুপস্থিতি এবং নৈশভোজ বাতিল কেন হলো তা নিয়ে আনিস বা আকিদ কেউ লিখবে না। মরে গেলেও ওরা দুজন সত্যি কথা লিখে গোলামের বিরাগভাজন হবেনা। সিডনীর এই দুই স্বরে-আ ওদের ওয়েবসাইটে যে-যা নয় তাদেরই মিথ্যা গুনকীর্তন ছাপিয়ে থাকে। কেন করছে, তার কারন একটু ভিন্ন। বছরের পর বছর ঘরে অবাঙ্গালী খাদ্য আর মুখে রচে না, তাই বাঙ্গালী খাওয়ার প্রতি আনিসের বরাবরই প্রচন্ড ঝোঁক। আরো কিছু কারণ আছে, তা কোন এক সময়ে প্রসঙ্গাক্রমে অন্য প্রতিবেদনে আসবে।

আর আকিদ আগত শিল্পীদের নিয়ে তার তথাকথিত 'আলোকিত আড্ডা', তাদের গাঁ ঘেষে ছবি তোলা এবং বিবিকে কোন টি.ভি সিরিয়ালে একটি 'টোটকা' পাঠ জোগাড় করে দেওয়াই তার মুল উদ্দেশ্য। কিন্তু এর খেসারত যে কত বড় তা আকিদ সম্প্রতি বুঝেছে। ২০১১ এর ডিসেম্বরের মধ্যভাগে এমনি আলোকিত একটি আড্ডাতে রাতভর যখন নিজ ঘরে আকিদ তার অতিথিদের শরাবে আপ্যায়িত করছিল ঠিক তক্ষুনি নেশায় চুর সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তারই নিমন্ত্রিত একজন অতিথি একটি মারাত্মক অঘটন ঘটিয়ে ফেলে। সদ্য তালাকপ্রাপ্ত সিডনীবাসী শেখ হাফিজ নামক একজন যুবক আকিদের বড়মেয়ে রুপন্তীকে (নাবালিকা) অসৎ উদ্দেশ্যে গ্লাসের পর গ্লাস মদ খাইয়ে মাতাল করে দেয়। প্রচন্ড নেশা সত্ত্বেও বিষয়টি আকিদের বিবি টের পায়। 'ড্রাগ এন্ড অ্যালকোহল অফারড টু এ মাইনর' অভিযোগে আকিদের বাড়ী থেকে নিশিরাতে তার 'আলোকিত অতিথি' শেখ সাহেবকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। বিষয়টির গোয়েন্দা তদন্ত চলছে। গত ১২ই জানুয়ারী ব্যাঙ্কসটাউন লোকাল কোর্টে উক্ত মামলার মেনশন হিয়ারিং হয়, মামলাটি চলছে। (টোকামারুন) দেশাগত শিল্পীদের নিয়ে নিজ ঘরে টেবিলে মদের বোতল সাজিয়ে আকিদ তারই ওয়েবসাইটে অতিতে বেশ কয়েকবার 'আলোকিত আড্ডা' প্রচার করেছিল। তবুও কর্ণফুলি'র সহস্র পাঠকবৃন্দের পক্ষ থেকে আকিদ দম্পাতির প্রতি সমবেদনা রইলো। পরমকরুনাময় যেন তাদেরকে উক্ত মামলাতে ইজ্জত ফিরিয়ে দেয় এবং দোষী ব্যক্তিকে সমুচিত সাজা দেয়। নিজ ঘরে নেশার আসর বসিয়ে কোন পিতামাতা যেন এমন ভুক্তভোগী আর না হয়। পিতামাতার কারনেও কোন নাবালিকা সন্তানের যেন এমন বিপদ না ঘটে। সন্তানরা প্রতিটি পিতামাতার কাছে এককেটি পৃথিবী তুল্য, অমুল্য ধন।

উল্লেখ্য গত কয়েকবছর আগে দেশাগত কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে আকিদ নিজ বাড়ীতে যখন মদের আসরে নেশায় চুর হয়ে পড়েছিল ঠিক তক্ষুনি শেষরাতের বেড়ালের মত নিঃশব্দে অতি সর্ন্তপনে তারই নির্মান্ত্রত একজন তারকা অতিথি চাতুরতার সাথে আকিদের বিবি রুচীর গ্লাসে একটি নেশার বড়ি মিশিয়ে তাকে বাড়ীর বাইরে গাড়ীতে নিয়ে যায়। কঠিন-মাতাল হওয়ার পর কি হয়েছিল তার কোন কিছুই রুচী স্মরণ করতে পারেনি পরে। এবারের শিল্পীদলের সাথে সে-ই তারকা অতিথিও আছে। আকিদ পুনরায় এই শিল্পীদের নিয়ে স্বগৃহে 'আলোকিত আড্ডা' জমাবে, ওয়েবসাইটে সেই ছবি ছাপবে। গোলামের কাছ থেকে আকিদের শুধু এটুকুই উপার্জন, শিল্পী হিসেবে ছোটভাইটিকেও যদি কখনো সিডনীতে আনা যায়।